বুয়েটে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিল ১২ হাজার শিক্ষার্থী

খুনিদের বিচার দাবিতে গণস্বাক্ষর

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৫ অক্টোবর ২০১৯

আবরার ফাহাদ হত্যার পর বিক্ষোভ-আন্দোলন আর অনিশ্চয়তা পেরিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তিপরীক্ষায় অংশ নিল ১২ হাজার শিক্ষার্থী। গতকাল সকাল ৯টা থেকে প্রকৌশল ও স্থাপত্য বিভাগের এই ভর্তিপরীক্ষা শুরু হয়। মোট ১২ হাজার ১৬১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ হাজার ৭৬৩ জন প্রকৌশলের এবং ১ হাজার ৩৯৮ জন স্থাপত্যের। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তিচ্ছুরা বেলা ১২টায় পরীক্ষা শেষ করেন। তাদের সঙ্গে পরীক্ষায় বসা আর্কিটেকচারের শিক্ষার্থীদের অঙ্কন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

এবছর বুয়েটে ভর্তির জন্য ১৬ হাজার ২৮৮টি আবেদন পড়েছিল। তার মধ্য থেকে ১২ হাজার ১৬১ শিক্ষার্থী ভর্তিপরীক্ষায় অংশ নেন। এরমধ্যে আট হাজার ৮৯৬ জন ছাত্র ও তিন হাজার ২৬৫ জন ছাত্রী। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে মেধা অনুযায়ী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন এক হাজার ৬০ জন। এরমধ্যে এক হাজার পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ও ৫৫ জন আর্কিটেকচার

বিভাগে ভর্তি হতে পারবেন। চলমান আন্দোলনের প্রভাব ভর্তি পরীক্ষায় পড়েনি : উপাচার্য

আবরার হত্যাকাণ্ডের পর শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের প্রভাব ভর্তিপরীক্ষায় পড়েনি বলে জানিয়েছেন বুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ৯০ ভাগ আবেদনকারী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ সময় বুয়েটের হলে হলে অবৈধ শিক্ষার্থী উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যেকোন প্রয়োজনে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আশা করি, তারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। কারণ তাদের দাবির বিষয়ে আমরা একমত।

গতকাল কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বুয়েটের চলমান সংকট নিরসনে কয়েকটি কমিটি করা হয়েছে জানিয়ে উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি আমরা মেনে নিয়েছি। যে সমস্যা রয়েছে আমরা সেগুলো সমাধানে বেশ কয়েকটি কমিটি করেছি। আশা করি, দ্রুতই সংকট নিরসন হবে। তিনি বলেন, আমাদের সাধ্যের মধ্যে যেসব বিষয় আছে সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি। যেগুলো সাধ্যের বাইরে সেগুলো সমাধানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা ও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি।

এ সময় উপাচার্যের কাছে অভিভাবকরা আবরার হত্যার বিচার চান। জবাবে তিনি বলেন, এ

হত্যাকাণ্ডের বিচারে আমরা আন্তরিক। সরকারও বিচারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। তাই আশা করি, সুষ্ঠু বিচার হবে।

খুনিদের বিচার দাবিতে গণস্বাক্ষর :

আবরার হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে ভর্তিপরীক্ষা চলাকালে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন বুয়েটের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ভর্তিপরীক্ষার কারণে গতকাল সকাল থেকেই বুয়েট ক্যাম্পাসে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা ভিড় করেন। এরমধ্যেই ক্যাম্পাসে শহীদ মিনারের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি পালিত হয়। আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে আড়াই হাজার অভিভাবক এ সময় স্বাক্ষর করেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, তারা শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্দোলন করছেন। সব দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। তারা বলেন, দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা আর বাস্তবায়ন এক নয়। আমরা আশ্বাস নয়, বাস্তবায়নও দেখতে চাই।

প্রসঙ্গত, গত ৬ অক্টোবর রাতে শেরেবাংলা হলে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নির্যাতনে নিহত হওয়ার পর বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে বুয়েট। উপাচার্য সাইফুল ইসলাম তাদের ১০ দফা দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দিলেও শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের পাঁচটি দাবি

তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের বিজ্ঞাপ্ত দিলে ভর্তিপরীক্ষার জন্য আন্দোলন শিথিল করা হয়।